

সময়: ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট

পূর্ণমান: ৬০

দ্রষ্টব্যঃ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ৯টি প্রশ্ন থেকে যে কোন ৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১.► ইখলাসপুর রাজ্যের জমিদার সগির আহমেদের সাথে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের জমিদারের বিদ্রোহীদের আশ্রয়-প্রশয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। একবার লুণ্ঠনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সগির আহমেদ তার শত্রুর জমিদারি আক্রমণ করে তা নিজের দখলে নিয়ে নেন। কিন্তু বিজিত অঞ্চলে স্বীয় কর্তৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তাকে লর্ড সাহেবের আহবানে সাড়া দিয়ে বিজিত অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হয়। তিনি চলে গেলেও তার সাথীরা এখানে থেকে যায়। বিজিত অঞ্চলে দুটি ভিন্ন জাতির সহাবস্থানের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। উভয়ের সংমিশ্রণে নতুন এক জাতির উদ্ভব হয়।

- ক. প্রাক-সালতানাত যুগে ভারতবর্ষে সমাজে বৈশ্যদের পেশা কী ছিল? ১
খ. ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের যাদুঘর' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সগির আহমেদের বিজয়ের মধ্যে প্রাক-সালতানাত যুগের একজন তরুণ সেনাপতির বিজয়ের যে প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কী মনে কর যে, উক্ত তরুণের বিজয় ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে একটি উপাখ্যান-এক নিষ্ফল বিজয়? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২.► নারায়ণপুর ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ একটি সমৃদ্ধ রাজ্য। তাই সব সময়ই বিদেশীদের কাছে এটি একটি লোভনীয় ও আকর্ষণীয় রাজ্য হিসেবে বিবেচিত। এ রাজ্যের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা মল্লিক খানের নজর লাগে। তাই সে তার প্রশিক্ষিত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বারবার নারায়ণপুর রাজ্য আক্রমণ করে ধন-সম্পদ নিয়ে যান। লুণ্ঠনকৃত ধন-সম্পদ দিয়ে তিনি স্বীয় রাজধানীকে সমৃদ্ধ করেন।

- ক. 'প্রাচ্যের হোমার' বলা হতো কোন কবিকে? ১
খ. তরাইনের ২য় যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর সাফল্য লাভের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মল্লিক খানের সাথে তোমার পঠিত কোন বিজেতার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের বারবার অপর রাজ্য আক্রমণের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩.► মতিন সাহেব একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানের মালিক। নিজের প্রতিষ্ঠানকে আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উন্নত প্রশিক্ষণ, প্রত্যেকের বসার জন্য সুসজ্জিত পরিসর দক্ষ এবং মার্জিত পোশাকের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া দুর্নীতি পরায়ন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য পরিচয় পত্রের ব্যবস্থাসহ তাদের কার্যাবলীর ওপর কড়া নজরদারি রাখেন এবং দুর্নীতি প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মতিন সাহেবের এরূপ প্রচেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

- ক. দিল্লী সালতানাত কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. মালিক কাফুর কে ছিলেন? ২
গ. উদ্দীপকে মতিন সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সুলতানি যুগের কোন

- শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি মতিন সাহেবের উল্লিখিত মনোভাবের সাথে উক্ত শাসকের শাসনব্যবস্থার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়, তা বিশ্লেষণ কর। ৪
৪. ▶ শিহাব কুমিল্লার একটি বড় বাজারে ঢুকে শুরুরেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সম্বলিত একটি মূল তালিকা বোর্ড দেখতে পেল। এতে নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসপত্রের দর দাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। শিহাব ইতোপূর্বে অন্য কোন বাজারে আর এমনটা দেখে না। তাই কৌতূহলী মন নিয়ে খোঁজ করে জানতে পারল, সরকার জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ভেতরে রাখার জন্য এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয় সরকার বাজার তদারকি, পণ্য সরবরাহ ও মজুদ নিরোধেও ব্যবস্থা নিয়েছে।
- ক. দিল্লীর কোন সুলতান নতুন ধর্মমত প্রবর্তনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন? ১
- খ. 'মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন উচ্চাভিলাষী, মহাপরিকল্পনাকারী'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মূল্য তালিকা বোর্ডের সাথে কোন সুলতানের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত শাসকের যে সকল পদক্ষেপের কারণে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হয়েছিল তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪
৫. ▶ শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক পাকিস্তানের লাহোরে এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মের বাইরে গিয়ে এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মে সংমিশ্রণে গঠিত শিখ ধর্ম অনেকেই গ্রহণ করে। এই ধর্মে গ্রন্থসাহেব নামে একটি ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে অনেক শিখ ধর্মানুসারী রয়েছে।
- ক. 'গ্রান্ড ট্যাংক' রোড নির্মাণ করে কে? ১
- খ. 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের গুরুনানকের নতুন ধর্মমতের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'উদ্দীপকের ধর্মমত এখনও টিক থাকলেও উক্ত শাসকের ধর্মমতটি তার মৃত্যুর সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়।' উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪
৬. ▶ আকরাম সাহেব একটি বিখ্যাত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত নিয়ে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষাপরায়ন হয়ে পিতার কান বিষাক্ত ও মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। পরবর্তীকালে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়।
- ক. নূরজাহান কে ছিলেন? ১
- খ. শেরশাহকে শাসক হিসেবে সম্রাট আকবরের পথপ্রদর্শক বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব উক্ত সম্রাটের যে পুত্র সফলতা লাভ করেছিল তার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৭.► ইফতিখার ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির একজন ছাত্র। সে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের একজন স্যারের কাছ থেকে জানতে পারল এ উপমহাদেশে একজন সাহসী লোকের জন্ম হয়েছিল, যিনি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বাঁশের কেলা তৈরি করে যুদ্ধ করেছিলেন। মানুষ তথা কৃষক শ্রেণির ওপর যে কোনো ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। জোরপূর্বক অলাভজনক এক ধরনের ফসল ফলাতে কৃষকদের বাধ্য করার কারণে তিনি জমিদার ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরি করতে সক্ষম হন।

- ক. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল কত সালে? ১
- খ. 'ফরায়েজী আন্দোলন' কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে স্যারের বক্তব্যে যে মনীষীর বিপ্লবী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিবরণ দাও। ৩
- ঘ. এ ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা'- উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৮.► নাবিলার বাবা একজন সুশিক্ষিত ও আধুনিক মানুষ। তিনি ঢাকা রমনায় বসবাস করেন। তিনি তার একমাত্র মেয়ে নাবিলাকে উদয়ন স্কুলে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নাবিলার মা এতে নাখোশ। তিনি চান মেয়েকে অক্সফোর্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করাতে। কারণ তার বান্ধবীরা যারা গুলশান, বারিধারায় বসবাস করছেন তারা তাদের ছেলেমেয়েদের ওখানে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছেন। কিন্তু নাবিলার বাবা তার মাকে বুঝিয়ে বললেন, যে বাংলা ভাষার জন্য বাঙালি জীবন দিয়ে বাংলাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে, সে বাংলা ভাষায় চর্চা করা ছাড়া প্রকৃত বাঙালি হওয়া যায় না। আমাদের ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে তো আজ বাংলা হুচ্ছে।

- ক. ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক কী ছিল? ১
- খ. ১৮৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের কেন ভরাডুবি হয়েছিল? ২
- গ. কোন চেতনায় প্রভাবিত হয়ে নাবিলার বাবা নাবিলাকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি না করিয়ে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত আন্দোলন কীভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করে - বিশ্লেষণ কর। ৪

৯.► ১৯৬৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন একটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষণের দৈর্ঘ্য মাত্র ৩ মিনিট হলেও ঐ ভাষণটি আজও ইতিহাস হয়ে আছে। কারণ ঐ ভাষণটি ছিল গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য।

- ক. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যামূলক অভিযানের নাম কী? ১
- খ. ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ভাষণের সাথে বাংলাদেশের কোন মহান নেতার ভাষণকে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'আব্রাহাম লিংকনের মতো বাংলাদেশের উক্ত মহান নেতার ভাষণটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ'- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

বিশেষ দৃষ্টান্ত : সর্বস্বত্বকে ক' নির্বাচনী অর্থাৎ উত্তরণের প্রসঙ্গ জমিক নব্বের বিপরীতে প্রদত্ত কর্তৃকচিত কৃতসূহ হতে সঠিক/সর্বকৃত উত্তরের কৃতি কালক্রমে ক্রম দ্বারা সম্পূর্ণ চরিত্র ক। প্রতিটি প্রশ্নের ঘন-১।

১. মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন—
 (ক) ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে (খ) ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে
 (গ) ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে (ঘ) ৭২০ খ্রিষ্টাব্দে
 ২. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সময় মুসলিম খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিল—
 (ক) উমাইয়রা (খ) আব্বাসিয়রা
 (গ) সেলজুকরা (ঘ) ফাতেমিরা
 ৩. ভারতবর্ষকে নৃতন্ত্রের জাদুঘর বলা হয় কেন?
 (ক) বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থার জন্য
 (খ) বর্ণশ্রেণী সমাজ ব্যবস্থার জন্য
 (গ) বহু জাতি গোষ্ঠীর বাসস্থান বলে
 (ঘ) প্রাকৃতিক সীমাবেষ্টিত ভূখণ্ড বলে
 ৪. সুলতান মাহমুদ কোন রাজ্যের সুলতান ছিলেন?
 (ক) পাঞ্জাব (খ) গজনি
 (গ) ঘুর (ঘ) পরগনা
 ৫. তরাইনের প্রথম যুদ্ধে কে বিজয়ী হয়?
 (ক) মুহাম্মদ ঘুরী (খ) সুলতান মাহমুদ
 (গ) পৃথ্বিরাজ (ঘ) জয়চাঁদ
 ৬. দিল্লি সালতানাতেদের সময় কাল কত?
 (ক) ১২০৪-১৫২৬ খ্রি: (খ) ১২০৫-১৫৩০ খ্রি:
 (গ) ১২০৬-১৫২৬ খ্রি: (ঘ) ১২০৬-১৫৩০ খ্রি:
 ৭. তরাইনের ২য় যুদ্ধের ফলে—
 i. ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়
 ii. রাজপুতদের প্রাধান্য খর্ব হয়
 iii. বাণিজ্যিক পথ সুগম হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
 ৮. মুহাম্মদ ঘুরীর বিশ্বস্ত সেনাপতি কে ছিলেন?
 (ক) সুলতান মাহমুদ
 (খ) মুহাম্মদ বিন কাসিম
 (গ) বখতিয়ার খলজি
 (ঘ) কুতুবউদ্দিন আইবেক
 ৯. দিল্লী সালতানাত মোট কয়টি বংশ শাসন করে?
 (ক) ৩টি (খ) ৪টি
 (গ) ৫টি (ঘ) ৭টি
 ১০. বন্দগান-ই-চেহেলগান প্রতিষ্ঠা করেন কে?
 (ক) কুতুবউদ্দিন আইবেক (খ) ইলতুৎমিশ
 (গ) গিয়াসউদ্দিন বলবন (ঘ) সুলতান রাজিয়া
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
- পুরুষের তুলনায় নারী দৈহিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল বলে সর্বক্ষেত্রেই কম-বেশী উপেক্ষিত হয়ে আসছে। যথেষ্ট যোগ্যতা ও গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও খুব কম সংখ্যক নারীই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এমনটি হলেও শাসনক্ষেত্রে চরম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে।
১১. উদ্দীপকে বর্ণিত নারীর বাস্তবিক অবস্থা তোমার পঠিত কোন নারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
 (ক) সুলতানা রাজিয়া (খ) জোবায়দা
 (গ) নূরজাহান (ঘ) লায়লা
 ১২. উক্ত নারী শাসকের ব্যর্থতার কারণ—
 i. নারী হয়ে জন্মানো
 ii. আমীর-ওমরাদের বিরোধিতা
 iii. প্রশাসনিক দুর্বলতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
 ১৩. ভারতবর্ষে কোন সুলতান প্রথম খাঁটি আরবি রৌপ্য মুদ্রা চালু করেন?
 (ক) কুতুব উদ্দিন আইবেক
 (খ) আলাউদ্দিন খলজি
 (গ) ইলতুৎমিশ
 (ঘ) ফিরোজ শাহ তুঘলক
 ১৪. বিখ্যাত চল্লিশচক্রের ক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য বলবন—
 i. চল্লিশ আমিরের বিশেষ সুবিধা বাতিল করে
 ii. রাজদরবারে হাসি-ঠাট্টা বন্ধ করেন
 iii. তাদের নির্জন রীপে নির্বাসন দেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
 (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii.
 ১৫. ভারতের তোতা পাখি কাকে বলা হত?
 (ক) ফেরদৌসি (খ) আল-বিবুনী
 (গ) আবুল ফজল (ঘ) আমীর খসরু
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
- সিলেটের অধিকাংশ মানুষই লন্ডন প্রবাসী। তাদের প্রেরিত অর্থে তাদের পরিবারপরিজন ভোগবিলাসিতায় বাস করে। ফলে সিলেটের বাজারে সবকিছুর দাম অনেক বেশি। এতে ঐ অঞ্চলের গরিব পরিবারগুলির জীবন-ধারণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।
১৬. প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের মত সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময় দিল্লিতে কোথা থেকে প্রচুর অর্থের সমাগম ঘটেছিল?
 (ক) কপ (খ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত
 (গ) দোয়াব (ঘ) দাক্ষিণাত্য
 ১৭. পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাউদ্দিন খলজি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?
 (ক) পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি (খ) আমদানি বৃদ্ধি
 (গ) মূল্য নিয়ন্ত্রণ পন্থাতি (ঘ) আয় বৃদ্ধি
 ১৮. দিওয়ান-ই-বন্দগান প্রতিষ্ঠা করেন—
 (ক) ইলতুৎমিশ (খ) বলবন
 (গ) আলাউদ্দিন খলজি (ঘ) ফিরোজ শাহ তুঘলক

১৯. মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি থেকে রাজধানী কোথায় স্থানান্তর করেন?

- ক) দেবগিরি খ) খোরাসান
গ) জান্নাতাবাদ ঘ) কারাচিল

২০. কোন যুদ্ধে বাবর প্রথম বারের মতো কামান ব্যবহার করেন?

- ক) পানি পথের যুদ্ধ খ) খানুয়ার যুদ্ধ
গ) গোগরার যুদ্ধ ঘ) চৌসার যুদ্ধ

২১. কনৌজের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?

- ক) ১৫২৬ খ্রি: খ) ১৫৩৯ খ্রি:
গ) ১৫৩৮ খ্রি: ঘ) ১৫৪০ খ্রি:

২২. গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন কে?

- ক) বাবর খ) হুমায়ুন
গ) শেরশাহ ঘ) আকবর

২৩. সম্রাট আকবরের দীর্ঘ রাজত্বের মূল ভিত্তি কী ছিল?

- ক) সামরিক শক্তি খ) রাজপুতদের সমর্থন
গ) জনগনের ভীতি ঘ) দক্ষ মন্ত্রণা পরিষদ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আব্বাসীয় খলিফা মামুন তার রাজত্বের প্রথম ছয় বছর মার্ভে অবস্থান করে ধর্ম, দর্শন, ফিকাহ শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদে ফিরে এসে মুতাজিলা মতবাদকে রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা দেন।

২৪. খলিফা মামুনের মতো কোন মুঘল সম্রাট নতুন ধর্মনীতি প্রবর্তন করেন?

- ক) বাবর খ) হুমায়ুন
গ) শেরশাহ ঘ) আকবর

২৫. উক্ত সম্রাটের ধর্মনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল—

- i. নতুন ধর্মমত প্রবর্তনের মাধ্যমে নিজেকে অমর করা
ii. ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসীকে ঐক্যবন্ধ জাতিতে পরিণত করা
iii. সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা

- নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৬. নুরজাহানের প্রকৃত নাম কী?

- ক) মেহেরুনেছা খ) লায়লা
গ) লুৎফুন্নাহার ঘ) জোবায়দা

২৭. তাজমহল কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

- ক) পদ্মা খ) মেঘনা
গ) যমুনা ঘ) ভাগীরথি

২৮. জিন্দাপীর কাকে বলে?

- ক) আকবর খ) জাহাজীর
গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজে

২৯. সর্বশেষ মুঘল সম্রাট কে ছিলেন?

- ক) প্রথম বাহাদুর শাহ খ) ফররুখশিয়র
গ) দ্বিতীয় আকবর ঘ) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

৩০. ভারতে বাণিজ্য বিস্তারে ইউরোপীয় কোন জাতি সর্বপ্রথম আগমন করেছিলো?

- ক) ইংরেজ খ) পর্তুগিজ
গ) ফরাসি ঘ) ওলন্দাজ

৩১. বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করেন—

- ক) লর্ড কর্নওয়ালিস খ) লর্ড কার্জন
গ) লর্ড ক্লাইভ ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস

৩২. ফরায়াজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

- ক) তিতুমীর খ) নবাব আব্দুল লতিফ
গ) সলিমুল্লাহ ঘ) হাজি শরিয়ত উল্লাহ

৩৩. মুসলিম লীগ গঠিত হয়—

- ক) ১৭৫৭ সালে খ) ১৮৫৭ সালে
গ) ১৮৮৫ সালে ঘ) ১৯০৬ সালে

৩৪. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব করেন কে?

- ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
খ) এ কে ফজলুল হক
গ) শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ঘ) বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৩৫. ভাষা আন্দোলন চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন—

- ক) লিয়াকত আলী খান
খ) এ কে ফজলুল হক
গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) খাজা নাজিমউদ্দীন

৩৬. ছয়দফার মূল উদ্দেশ্য ছিল—

- i. পাকিস্তানকে দ্বি-খণ্ডিত করা
ii. পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন
iii. উভয় অঞ্চলের বৈষম্য দূরীকরণ

- নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩৭. মুজিবনগর সরকার কত তারিখে গঠিত হয়?

- ক) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে
খ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে
গ) ২০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে
ঘ) ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে

৩৮. কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক কে ছিলেন?

- ক) খাজা আতিকুল্লাহ খ) খাজা খয়েরুদ্দীন
গ) গোলাম আজম ঘ) মাওলানা নূরুজ্জামান

৩৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় মোট সেক্টর গঠন করা হয় কয়টি?

- ক) ৭টি খ) ৯টি
গ) ১১টি ঘ) ১৫টি

৪০. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—

- ক) বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) তাজউদ্দিন আহমদ
ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমদ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০